যুগান্তর

তারিখ 3 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২০ ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬৫ প্রকল্পের উন্নয়ন থেমে গেছে

মুশতাক আহমদ

থমকে গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কাজ। এক বছরে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ তেমন হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এক শ্রেণীর কর্মকর্তার লাগামহীন অনিয়ম-দুর্নীতি এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এমনটি ঘটেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান ৬৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে বেশি দুর্নীতির দায়ে দুষ্ট সেকায়েপ প্রকল্প। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নভিত্তিক এই প্রকল্পের দুর্নীতির কারণে এর পরিচালকসহ ৮ কর্মকর্তাকে ওএসডি করতে হয়েছে। অপরদিকে মন্ত্রণালয় সুপারিশ ও ফাইল এক বছর ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, মন্ত্রণালয়ের অনেক 'ফেমাস বাড়ে' ওই ফাইল আটকে রাখেন। বিশ্বব্যাংক প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধের হুমকি দিলে শেষ পর্যন্ত ওই অ্যাকশন নেয়া

উন্নয়ন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

উন্নয়ন : থেমে গেছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়। ৩০৬ মডেল স্কুল প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়েও গোলযোগ চলছে। অভিযোগ, প্রকল্পের আওতাভুক্ত স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সামগ্রী খুবই নিম্নমানের। দরপত্রের শর্তানুযায়ী তা কেনা হয়নি। এই একই ঘটনা ঘটেছে ইডেন কলেজে ১০তলা ভবন নির্মাণ কাজেও। ২০১০ সালের মধ্যে এর কাজ শেষ করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এগুলোর মধ্যে ইইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বেশি। জানা গেছে, নানা অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে সম্প্রতি ইইডি কর্মকর্তাদের ওপর নজর রেখেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

কেবল দুর্নীতির কারণেই নয়, উন্নয়ন কাজের কাঁচামাল রড, সিমেন্ট, ইট, বালু বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিও প্রকল্পের ওপর প্রভাব ফেলছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় টেন্ডারে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে না। আবার যেসব প্রতিষ্ঠান টেন্ডার জমা দিচ্ছে তাদের যোগ্যতা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল একাডেমিক ভবনের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮মতলা নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল। ৩২ কোটি টাকার নির্মাণ কাজ নেয়ার মতো ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। একই অবস্থা হয়েছে বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষেত্রেও। এভাবে বেশ কয়েকটি কাজ টেন্ডার ডাকার পরও দেয়া যায়নি। আবার অর্থের অভাবে অনেক প্রকল্পের কার্যাদেশই দেয়া যায়নি।

বাজার দর বৃদ্ধির ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, আগে এক বস্তা সিমেন্টের দাম ছিল ২৯৫ টাকা। বর্তমানে তা ৫০০ টাকা। রড প্রতি টন ছিল ৬৪ হাজার টাকা যা বর্তমানে সর্বনিম্ন ৭২ হাজার টাকা। এভাবে অন্যান্য উপকরণের দামও বেড়েছে। ফলে কাজ নেয়ার জন্য ঠিকাদার পাওয়া যাচ্ছে না। ইইডির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০০৮ সালের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্প থমকে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে। এসব পুনর্বিবেচনা করে ১৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে গণপূর্ত বিভাগ।

একজন প্রকল্প পরিচালক বলেন, রেট সিডিউল বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্পের কাজে সমস্যা সৃষ্টি হবে। এরই মধ্যে কয়েকটি প্রকল্পের টেন্ডারে উল্লেখযোগ্য আবেদন পড়েনি। একজন ঠিকাদার বলেছেন, ২০১২ সালে এসে ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা বর্তমানে সবকিছুর দাম বেড়েছে। এছাড়া নানা ধরনের অবৈধ দাবিও মেনে নিতে হয়। বর্তমান সরকারের আমলে কয়েকটি বড় প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হওয়ায় প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি করার ঘটনাও ঘটে। ফলে তার প্রভাব পড়ে অন্য প্রকল্পগুলোতে। যদিও ৩০৬ প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন বহাল তবিয়তে।

কাটছাঁট হবে : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে কোন কোন প্রকল্প কাটছাঁট হচ্ছে। বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সোমবার রাতে যুগান্তরকে জানান, এক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার হল প্রকল্প ঠিকভাবে সমাপ্তি। তারা অর্থ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। না পারলে সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'কম্পোনেন্ট' (উপাদান) কমানো হচ্ছে। এ নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। তিনি বলেন, এসব হচ্ছে কেবল বাজার দর বেড়ে যাওয়ার কারণে।

ইইডির প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহিল আজাদ বলেন, রেট সিডিউল বৃদ্ধির কারণে অনেক সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সব প্রকল্পই চলছে ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী। এরই মধ্যে ২০১১ সালের রেট সিডিউল ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের দর না বাড়ায় এর প্রভাব প্রকল্পে পড়তে শুরু করেছে। তিনি বলেন, কয়েকটি প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য টেন্ডার পড়েনি। আসলে ২০১২ সালে এসে ২০০৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী কাজ করানো সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে নতুন রেট সিডিউলের একটি প্রস্তাবনাও পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ১২৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের ১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা, যা মোট প্রকল্পের ৬১ ভাগ। এছাড়া প্রকল্প সাহায্য ৮২৭ কোটি টাকা, যা মোট প্রকল্প খরচের ৩৯ ভাগ।